চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২০ মার্চ ২০১৭ খ্রি.

মাননীয় মেয়রের নিকট স্মারকলিপি দিলেন চট্টগ্রাম অটো রিক্সা,অটো টেম্পো, ফোর ষ্টোক পিকআপ ও মিনি ট্রাক চালক মালিক ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন এর নিকট নগরভবনস্থ তাঁর দপ্তরে ২০ মার্চ ২০১৭ খ্রি. সোমবার, সকালে চট্টগ্রাম অটো রিক্সা,অটো টেম্পো, ফোর ষ্টোক পিকআপ ও মিনি ট্রাক চালক মালিক ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ ২০ দফা দাবী সম্বলিত একখানা স্মারকলিপি প্রদান করেন। এসময় চসিক ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, ঐক্য পরিষদ সভাপতি আবুল কাশেম সরকার, সিনিয়র সহ সভাপতি আবদুল কাদের, সহ সভাপতি আবদুল মন্নান, সাধারন সম্পাদক মো. গোলাম মোস্তফা, সহ সাধারন সম্পাদক মো. নুরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. ইব্রাহিম ও অর্থ সম্পাদক মো. ফেরদৌস জামান সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। স্মারকলিপি গ্রহণ করে মেয়র নেতৃবৃন্দকে তাঁদের দাবী দাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

২০ মার্চ ২০১৭ খ্রি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২০ তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত ৫ম পরিষদের ২০ তম সাধারণ সভা ২০ মার্চ ২০১৭ খ্রি. সোমবার, সকালে কে বি আবদুছ ছত্তার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নির্বাচিত পরিষদের সাধারণ ওয়ার্ড ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর, অফিসিয়াল কাউন্সিলর সহ সিটি কর্পোরেশনের বিভাগীয় প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র

আ জ ম নাছির উদ্দীন। চসিক এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবুল হোসেন এর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত ২০ তম সাধারণ সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত ও মোনাজাত করা হয়। সভায় বিগত সাধারণ সভার পর থেকে ২০ তম সাধারণ সভা পর্যন্ত সময়ে নগরীতে মৃত্যুবরণকারী নাগরিকদের আত্মার মাগফেরাত, অসুস্থ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোহাম্মদ আবুল হাসেম এবং ১১নং সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর মিসেস জেসমিন খানমের সুস্থতার জন্য দোয়া করা হয়। এ ছাড়াও চট্টগ্রাম সহ দেশ ও জাতির উন্নতি এবং সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাত করা হয়। সভায় বিগত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রি. অনুষ্ঠিত ১৯ তম সাধারন সভার কার্যবিবরনী অনুমোদন, স্থায়ী কমিটি সমূহের কার্যবিবরনী আলোচনান্তে অনুমোদন করা হয়। সভার সভাপতি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নাগরিকদের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করার কোন এখতিয়ার বা ক্ষমতা মেয়রের নেই। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ধার্য্যকৃত এবং গ্যাজেট দ্বারা প্রকাশিত ট্যাক্স আদায় করার ক্ষমতা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রয়োগ করে মাত্র। অতি সম্প্রতি একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও বিশেষ মহল জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি,ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার লক্ষে এবং সরকারের আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে নানামুখি অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে। যার কারনে সরকারের ভাবমুর্তি প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। এ ধরনের মিথ্যা অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি ছড়ানো বন্ধ করার নৈতিক দায়িত্বের অংশ বলে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মনে করে বিধায় সংশ্লিষ্ট বিশেষ মহলটির মন মানসিকতা পরির্তন করা প্রয়োজন বলে সিটি কর্পোরেশন মনে করে। সবার জন্য বাসোপযুগি নগর গড়ার প্রত্যয়ে দায়িত্ব পালন করছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। তিনি বলেন, সময় নির্ধারন করে নগরীতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে হোল্ডিং ট্যাক্স মেলার আয়োজন করা হবে। সেখানে সকল শ্রেনী ও পেশার নাগরিকদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। এছাড়াও হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয়ে জনমনে কোন ধরনের বিভ্রান্তি বা প্রশ্ন থাকলে অথবা কোন অসংগতি থাকলে তা নিরসনে ৪১ টি ওয়ার্ডে পৃথক পৃথকভাবে জনসচেতনতা মূলক সমাবেশ করা হবে। মেয়র বলেন, দরিদ্র হতদরিদ্র জনগোষ্টি হোল্ডিং ট্যাক্সের আওতামুক্ত থাকবে। এছাড়াও সরকারের গ্যাজেটে মুক্তিযুদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের জন্য যে ধরনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তাও অনুসরন করা হবে। ওয়ার্ড ভিত্তিক আয়োজিত জনসমাবেশে করদাতাগণ যাবতীয় বিষয়ে

সরাসরি প্রশ্ন করার সুযোগ পাবে। নগরীকে মাদকমুক্ত এলাকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী মাদক নিয়ন্ত্রন কেন্দ্র সহ সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, জঙ্গী ও সন্ত্রাসীদের অপতৎপরতা নিরসনে জনমত গঠন এবং জঙ্গী প্রতিরোধ কমিটিগুলোকে সক্রিয় করতে হবে। মেয়র বলেন, সাধারণ ও সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের ছুটির ক্ষেত্রে মেয়রের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করতে হবে এবং আইনের বিধি বিধান অনুযায়ী স্ব স্ব দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে হবে। নিরাপদ নগরী নিশ্চিত করতে প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। তিনি বলেন, পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম নগরবাসীর প্রশংসা অর্জন করছে। এ কার্যক্রমকে আরো জোরদার করতে হবে। চলমান ১৯ ওয়ার্ডে ডোর টু ডোর বর্জ্য সংগ্রহ অপসারন কার্যক্রম নিবিড় পর্যবেক্ষনের জন্য কাউন্সিলরদের অনুরোধ করেন মেয়র। তিনি বলেন, ১ এপ্রিল থেকে বাকী ২১ টি ওয়ার্ডে ডোর টু ডোর বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারন কার্যক্রম শুরু করা হবে। মেয়র বলেন, ডোর টু ডোর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ৭ লক্ষ ৪২ হাজার ৭ শত টি ছোট বিন, ২ হাজার ৩ শত ১০ টি বড় বিন, ৬ শত ৩০ টি ভ্যান গাড়ী এবং ৯ শত ৯৩ জন বিন শ্রমিক কাজে নিয়োজিত থাকবে। জনাব আ জ ম নাছির উদ্দীন ৪৭ তম মহান স্বাধীনতা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনে সকল কাউন্সিলরদের সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় সিটি কর্পোরেশনের বিধি বিধান আইনের ভিত্তিতে চলমান ট্যাক্স পূনঃ মুল্যায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ মহল কর্তৃক মিথ্যা অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর কার্যক্রমের নিন্দা করা হয়। সভায় এ ধরনের মিথ্যা অপপ্রচার বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। দামপাড়া সিটি কর্পোরেশন সিএনজি ফিলিং ষ্টেশন গতিশীল করা, সিটি কর্পোরেশনের বৈদ্যুতিক লাইনে ডিজিটাল মিটার স্থাপন ও ৪১ টি ওয়ার্ডকে পরিপূর্ণ আলোকায়ন করা, বর্ষার পূর্বে নালা নর্দমা দ্রুত সংস্কার করে পানি চলাচলের উপযুগি করা, ৪১টি ওয়ার্ডে আধুনিক যাত্রী ছাউনি নির্মাণ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত সাগরিকা গরুর বাজার সংলগ্ন শপিং কমপ্লেক্সে কক্ষ বরাদ্দ সংক্রান্ত নতুন চুক্তি প্রণয়ন, ৩য় ও ৪র্থ তলার অর্ধেক অংশ বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার, যৌতুক ও নারী বিরোধী নির্যাতন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, অটোমেশন কার্যক্রম গতিশীল করা, আয়বর্ধক প্রকল্প গ্রহণ করা, নগর পরিকল্পনা উন্নয়ন, স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে বিউটিফিকেশন কার্যক্রম তদারকি করা, ফ্লাওয়ার বেড স্থাপন, ওয়ার্ড পর্যায়ে পরিত্যক্ত জায়গায় উদ্যান স্থাপন, ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষার মান উন্নয়ন করা, মাদকের ব্যবহার শূন্য

পর্যায়ে আনার লক্ষে জনমত গঠন করা, জঙ্গী প্রতিরোধ কমিটিগুলো সক্রিয় করা, ই-টেন্ডার কার্যক্রম আরো আধুনিকায়ন করা সহ বিবিধ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

২০ মার্চ ২০১৭ খ্রি.

মাননীয় মেয়রের সাথে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবি সমিতির নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ও সিনিয়র আইনজীবিদের মতবিনিময়

গত ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবি সমিতির কার্য্যকরী কমিটির নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ ও সিনিয়র আইনজীবিরা ১৯ মার্চ ২০১৭ খ্রি. রবিবার বিকেলে নগরভবনের কেবি আবদুচ ছত্তার মিলনায়তনে সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত ও মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন আইনজীবিদেরকে সমাজের বিবেক হিসেবে আখ্যায়িত করে নগরবাসীর সার্বিক সেবা কার্যক্রমে আইনজীবিদের সহযোগিতা কামনা করে বলেন,নাগরিকদের হোল্ডিং ট্যাক্সের বিনিময়ে সিটি কর্পোরেশন বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা সেবা নিশ্চিত করে থাকে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন গরীব জনগোষ্টির উপর কোন ধরনের ট্যাক্স ধার্য্য না করে সেবা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে ২০১৮ সনের মধ্যে নগরবাসী দৃশ্যমান পরিবর্তন দেখবে। নানামূখি জটিলতা প্রতিকূলতা, প্রতিহিংসা ও প্রতিবন্ধকতা ও সংকীর্ণতা মোকাবেলা করে নাগরিক সেবা শতভাগ নিশ্চিত করার প্রয়াস অব্যাহত আছে। দেশ ও জাতির প্রতি অঙ্গীকার থেকে সেবাকে গ্রহণ করা হয়েছে। আমি চাই সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে তবে কোন কোন মহল বিকৃত মানষিকতা, ব্যক্তি স্বার্থ ও নোংরা রাজনীতিকে পুঁজি করে নাগরিক সেবার পথে প্রতিবন্ধকতার প্রয়াসে লিপ্ত। আশা করছি ঐসকল স্বার্থান্বেষী মহল নিজেদের ভূল বুঝে সঠিক অবস্থানে আসলে তাদের অন্তরদৃষ্টি খুলে যাবে। মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন আইনজীবিদের নব নির্মিত ভবন শাপলা ও দোয়েলের জন্য ৩ টি লিফট প্রদান, কোর্ট বিল্ডিং এলাকায় আধুনিক গণশৌচাগার স্থাপন,ওয়াইফাই সুযোগ বৃদ্ধি, শতভাগ আলোকায়ন এবং কোর্টবিল্ডিং এলাকায় পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করার বিষয়টি আইনজীবিদের অবহিত করেন। তিনি বলেন ডোর টু ডোর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ধীরে ধীরে সফল হতে চলেছে। আশা করা যায় জুন মাসের মধ্যে চট্টগ্রাম নগরী

পরিবেশ বান্ধব নগরীতে পরিণত হবে। মতবিনিময় সভায় চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবি সমিতির সভাপতি এড.রতন রায় ও সাধারন সম্পাদক মো. আবু হানিফ তাদের পেশাগত বিভিন্ন বিষয়াদি মেয়রের নিকট উপস্থাপন করেন। মতবিনিময় সভা উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবি সমিতির সাবেক সভাপতি এড. মজিবুল হক চৌধুরী। মতবিনিময় সভায় সিনিয়র আইনজীবি এড.জসিম উদ্দিন খান, এড.একে এম সিরাজুল ইসলাম, এড.আইয়ুব খান, এড.নাজমুল আহসান খান, এড শেখ ইফতেখার সায়মন চৌধুরী, এড. অশোক কুমার দাশ, এড.এম এ নাছের চৌধুরী, অতিরিক্ত পিপি এড. দিদারুল আলম চৌধুরী, এড.সিনিয়র সহ সভাপতি কামরুন নাহার,সহ সভাপতি এড. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, সহ সাধারন সম্পাদক এড. মো. হাসান আলী চৌধূরী, অর্থ সম্পাদক এড. মহিউদ্দিন খান চৌধুরী, পাঠাগার সম্পাদক এড.আবদুল কাইয়ুম ভুইয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদক এড জোবাইদা সরোয়ার চৌধুরী নিপা, সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি মুজিবুর রহমান চৌধুরী, সাবেক অর্থ সম্পাদ এড. পাপড়ী সুলতানা, স্পেশাল পিপি কানু রাম শর্মা, অতিরিক্ত জিপি এড. মো. নুরুল আবছার, অতিরিক্ত পিপি অনুপম চক্রবর্তী, অতিরিক্ত জিপি মো. তৈয়ব কিরন, অতিরিক্ত পিপি সফিউল আলম সিদ্দিকী, আওয়ামী যুব আইনজীবি পরিষদের আহবায়ক এড.তসলিম উদ্দিন, বঙ্গবন্ধু যুব মহিলা আইনজীবি পরিষদের সদস্য সচিব এড. রোকসানা আকতার সহ অন্যরা।

সংবাদদাতা
মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা